প্রথম আলো

তারিখ ... 5 MAY 2013 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৪৫ ...

# শিক্ষা কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অবৈধভাবে টাকা আদায়ের অভিযোগ

এ কে আজাদ, মাদারগঞ্জ (জামালপুর) ●

জামালপুরের মাদারগঞ্জ উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার বিরুদ্ধে 'বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ এবং কর্মরত শিক্ষকদের চাকরি সরকারীকরণ'-এর প্রস্তাব জেলায় পাঠাতে শিক্ষকদের কাছ থেকে অবৈধভাবে টাকা আদায়ের অভিযোগ উঠেছে।

প্রাথমিক শিক্ষা কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ১ জানুয়ারি সারা দেশে ২৬ হাজার ১৯৩টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ এবং কর্মরত শিক্ষকদের চাকরি সরকারীকরণের ঘোষণা দেন। প্রধানমন্ত্রীর ওই ঘোষণার পর প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় উপজেলা পর্যায়ে একটি চিঠি দেয়।

চিঠিতে বলা হয়, এমপিওভুক্ত, স্থায়ী নিবন্ধনপ্রাপ্ত, পাঠদানের অনুমতিপ্রাপ্ত, বর্তমানে চালু থাকা কমিউনিটিসহ ২০১২ সালের ২৭ মের আগে স্থাপিত ও পাঠদানের অনুমতির জন্য আবেদন করা বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো বিধিবিধান ও নীতিমালার আলোকে যাচাই-বাছাই সাপেক্ষে এই সিদ্ধান্তের আওতাভুক্ত হবে। চিঠিতে বিভিন্ন তথ্য মার্চের ২৪ তারিখের মধ্যে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কার্যালয়ে পাঠানোর কথা থাকলেও প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা তা পাঠাননি। এ ছাড়া নিয়মনীতি এবং তারিখ উপেক্ষা করে তিনি টাকার বিনিময়ে বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রস্তাবিত নামের তালিকা জেলায় এখনো পাঠাচ্ছেন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক শতাধিক শিক্ষক জানান, প্রায় সব বিদ্যালয়ের প্রধানের কাছ থেকে টাকা আদায় করা হয়েছে। বিদ্যালয় ও শিক্ষক-সম্পর্কিত তথ্যে অনেকাংশে গরমিল রয়েছে। এর পরও তিনি প্রতিটি বিদ্যালয়ের প্রধানের কাছ থেকে এক থেকে দেড় লাখ টাকার বিনিময়ে প্রায় ৪৯টি বিদ্যালয়ের প্রস্তাব জেলায় পাঠিয়েছেন।

জানা গেছে, অনেক বিদ্যালয়ে সাইনবোর্ড নেই, ঘর আছে শিক্ষার্থী নেই, অনেক বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণীতে শিক্ষার্থী থাকলেও দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীতে একেবারেই শিক্ষার্থী নেই। বেশ কয়েকটি বিদ্যালয়ের ঘর নির্মাণ করা হয়েছে মাত্র দু-এক মাস আগে। অনেক বিদ্যালয়ের নামে এখনো জমি রেজিস্ট্রি করা হয়নি। সেই বিদ্যালয়গুলোর নামের তালিকা জেলায় পাঠিয়েছেন ওই কর্মকর্তা।

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা সামছুল হক বলেন, 'আমি একা টাকা গ্রহণ করিনি। শিক্ষা কমিটির সবাই মিলে গ্রহণ করেছি। তবে সরকারি বিধি মোতাবেক সরেজমিন তদন্ত করা হয়েছে। সঠিকভাবে যাচাই-বাছাই করে উপজেলা শিক্ষা কমিটির সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমেই ফাইলগুলো জেলায় পাঠিয়েছি।'

তবে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক সহকারী প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা জানান, সরকারি প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী বিদ্যালয়ের সার্বিক অবকাঠামো, শিক্ষক, শ্রেণীকক্ষ ও শিক্ষার্থী আছে এবং শিক্ষার্থীদের ক্লাস নেওয়া হচ্ছে, শুধু সেই বিদ্যালয়গুলোর তদন্ত করে কাগজপত্র জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কার্যালয়ে প্রস্তাব করে পাঠানোর কথা। কিন্তু উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা সেই নিয়মনীতি উপেক্ষা করে কোনো প্রকার যাচাই-বাছাই না করেই ৪৯টি বিদ্যালয়ের কাগজপত্র জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কার্যালয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) শামিমুল হক বলেন, 'উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা টাকা-পয়সা নিয়েছেন কি না, জানি না। তবে অনেক শিক্ষক আমাকে টাকা দেওয়ার জন্য আমার ডাকবাংলো পর্যন্ত এসেছিলেন। আমি তাঁদের ফিরিয়ে দিয়েছি। নির্ধারিত তারিখের পর এপ্রিল মাসে শুধু দুটি বিদ্যালয়ের প্রস্তাব জেলায় পাঠানো হয়েছে।'